দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও দেশের সম্পদ

ড. মো. সিরাজুল ইসলাম

হার্ভার্ড একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়- একইভাবে স্ট্যানফোর্ড, প্রিন্সটন, এম আই টি, ইউ পেন, কর্নেল কিংবা কারনেগি-মেলন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চমানের শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়াশুনা করে আর সারা বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের গবেষণাও হচ্ছে সেখানে। সে দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি গড়ে তুলতে তাদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমপক্ষে পনেরটি বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষিত বাংলাদেশিদেরও অনেককে দেখেছি এ তথ্যটির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বিজ্ঞ সাংবাদিক কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদেরও কেউ কেউ এ ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন। বরং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তারা যা বোঝেন তা হচ্ছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে কম মানের কিছু একটা এবং সম্ভবত বিশ্বে একমাত্র বাংলাদেশেই ব্যবসায়িক স্বার্থে এটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই তর্ক বহু দিনের পুরনো। এক সময় এর পক্ষে-বিপক্ষে পত্রিকায় দিনের পর দিন কলাম লেখালেখি চলত- সম্ভবত প্রায় একযুগ আগে। তখনও ঢাকাস্থ কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি। সুতরাং ভাড়া বাড়ির বদনামটা প্রথমেই আসত এবং প্রতিপক্ষ অনেক মজা করেই সেটা বার বার স্মরণ করে দিত আক্রমণের মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে। সেদিন পার হয়ে গেছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে হলেও আগাচ্ছে তারা। নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট, আইইউবি কিংবা আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃশ্য আরবান ক্যাম্পাস অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয় আজকাল।

অতঃপর সবার মাথা ব্যথা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ে। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চালিত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান নিয়ে কি এর আগে প্রশ্ন করা উচিত নয়। আমি একজন করদাতা এবং বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি অফিসের দক্ষতা ও মান নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে পারি এবং এটা আমার অধিকার। সেশন জ্যামে পরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের কোটি কোটি কর্ম-ঘণ্টা সময় যেখানে নষ্ট হচ্ছে; সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি কিংবা দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সেক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়েও তো হাজার প্রশ্ন! প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যদি দায়বদ্ধ হতে হয় তবে সর্বাগ্রে তা হতে হবে তার ছাত্র-ছাত্রী আর অভিভাবকদের কাছে। সরকার থেকে তো সে এক পয়সাও নিচ্ছে না। তাছাড়া বাজার অর্থনীতিতে এটা ধরে নেওয়া হয় যে, বাজারই বলে দেবে কোন প্রতিষ্ঠান ভালো আর কোনটা খারাপ। টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে মাইক্রোসফট, গুগল কিংবা কোনো পত্রিকা অফিসও নিয়োগ দেবে না।

তাছাড়া মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের চারাগাছরূপি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কেও তারা তুলনা করেন হয়ত শতবর্ষীয় কোনো মহীরুহের সাথে। বরং এক্ষেত্রে এটাই কি অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল না যে এই সময়ের মধ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তার তুলনা করা। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি আমেরিকা থেকে আসলেও, এখানকার পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। আমেরিকাতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেও টাকা দিতে হয়। হ্যাঁ, প্রাইভেট এর তুলনায় কিছুটা কম, তবে ১০ টাকা আর এক লক্ষ টাকার তফাত নয়। সরকারি গবেষণা ফান্ড সেখানে পেতে হয় প্রতিযোগিতা করে। অথচ বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে একটি অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। উন্নয়ন ব্যয়, খোলা জায়গা কিংবা গবেষণা

বাজেট, সবকিছুই ফ্রি পাচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তা যোগাতে হচ্ছে টিউশন ফি থেকে।

আমার তো মনে হয় এত বাধা সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুণ বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায়। আর এটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ভূমিকা রেখেছে- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে আর দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রেখে। ব্রেইন-ড্রেইন সমস্যারও অনেকটা সমাধান হয়েছিল এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমন অনেক বিদেশ ফেরত বাংলাদেশি আছেন- যারা হয়তো অন্যথায় দেশে ফিরে আসত কিনা সন্দেহ।

তবে হ্যাঁ, নীচতলায় মাছ বাজার আর উপরতলায় বিশ্ববিদ্যালয়, এ মানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও বাংলাদেশে আছে। তবে এটি দেখার দায়িত্বতো সরকারেরই। গণহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেওয়া কিংবা নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন বন্ধ করে দিচ্ছেন না তারা। এর জন্য ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিন কাঠার উপর বিশ্ববিদ্যালয় করবেন নাকি ৩০০ বিঘার উপর, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সরকারি সিদ্ধান্তের উপর। ৩০০ বিঘার বাধ্যবাধকতা থাকলে আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাধ্য হয়ে শহর থেকে দূরে চলে যেতে হত। ঢাকা যানজটমুক্ত হত। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ হত। উন্নত বিশ্বে এটাই প্রচলন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শহর থেকে দূরে হয়ে থাকে, আর তা ঘিরে একটি স্যাটেলাইট শহর গড়ে উঠে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে এই যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো এই মোটা দাগের অনিয়ম আর নীতিগত ত্রুটির বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধানের দিকে না গিয়ে, 'পিক অ্যান্ড চুজ' পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কাউকে হয়রানি করার কাজটিই বেশি করছেন।

সবশেষে এটা সবার মনে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে, কি প্রাইভেট কি সরকারি সেটা বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা ব্যাংক বা এয়ারলাইনস; এগুলো দেশেরই সম্পদ। সকলের সম্মিলিত সাফল্যের মাধ্যমেই দেশের উন্নতি। এই মুহূর্তে গণমাধ্যমে দেশের কিছু নামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিরূপ প্রচারণার দ্বারা প্রকৃত অর্থে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেননা, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর কৃচ্ছতা সাধন করে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে। চার মাস ক্লাস না হলে কিংবা কোনো বিভাগে ছাত্র ভর্তি না হলে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আসে যায় না, কথায় আছে "সরকার কি মাল, দরিয়া মে ঢাল"। কিন্তু একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে তার খেসারত দিতে হয় চরমভাবে। সর্বোপরি দেশ-বিদেশে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের টিকে থাকতে হয়। প্রায় এক যুগ আগেই শুনেছিলাম, বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়তে যাবার মাধ্যমে দেশ প্রায় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে। সেই চিত্র পাল্টে এখন বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় হাজারখানেক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ হালের ভারতেও প্রচুর সংখ্যক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী বরাবর অধ্যয়ন করে আসছিল, যা তাদের দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সেই হার ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। আর সেক্ষেত্রে ১৬ কোটি লোকের দেশ বাংলাদেশ তাদের টার্গেট হতে পারাটা আশ্চর্য কিছু নয়। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ডিসকভারি বা ইএসপিএন খুললেই আপনি কোনো না কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন দেখবেন- এমনকি দেশি পত্রিকাতেও। এটা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টতই পরিষ্কার যে গুলশান হামলার মত ঘটনার দ্বারা বাংলাদেশ, মুসলিম উম্মাহ কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়- কারোই কোনো লাভ হয়নি। বরং লাভ হয়েছে অন্য কারও। বিশ্বব্যাপী চলতে থাকা এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার আমরা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, গার্মেন্টস কিংবা উন্নয়ন প্রকল্প। সুতরাং এটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এসব কিছুই কোনো গভীর ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ কি-না!

● লেখক: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক